ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

উদ্ধবের বৃন্দাবনে আগমন

কিভাবে নন্দ, যশোদা ও গোপীগণের শোক উপশমের জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে ব্রজে প্রেরণ করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান কৃষ্ণ তাঁর পিতা-মাতা ও গোপীগণের সাথে তার বিরহজনিত শোক নিবারণ করার জন্য, তাঁর সংবাদ নিয়ে একদিন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু উদ্ধবকে ব্রজে গমন করতে বললেন। একটি রথে আরোহণ করে, উদ্ধব সূর্যাস্তের সময় ব্রজে উপনীত হলেন। তিনি দেখলেন, গাভীরা গোষ্ঠে ফিরে আসছে এবং গো-বৎসেরা এদিক-ওদিক লম্ফ প্রদান করছে এবং তাদের পেছনে তাদের স্তন ভারাক্রান্ত মায়েরা ধীরে ধীরে তাদের অনুসরণ করছে। গোপ এবং গোপীগণ কৃষ্ণ ও বলরামের মহিমা কীর্তন করছেন এবং সুগন্ধী ধূপ ও সারি সারি প্রদীপে গ্রামখানি চিত্তাকর্ষকভাবে সাজানো হয়েছে। এই সবই চিন্ময় সৌন্দর্যের চেতনা উপস্থাপন করছিল।

নন্দ মহারাজ উদ্ধবকে তাঁর গৃহে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। অভিন্ন ভগবান বাসুদেব-জ্ঞানে গোপরাজ তখন তাঁকে অর্চনা করে, তাঁকে সুন্দররূপে ভোজন করালেন, শয্যায় সুখাসীন করালেন এবং তারপর তাঁর কাছে বসুদেব ও তাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামের কুশল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

নন্দ প্রশ্ন করলেন, "কৃষ্ণ কি এখনও তাঁর সখাদের, গোকুলের গ্রামগুলিকে এবং গিরি গোবর্ধনকে স্মরণ করেন? তিনি আমাদের দাবানল, ঝঞ্ঝা, বর্ষণ ও আরও অনেক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছেন। বারে বারে তাঁর লীলাগুলি স্মরণ করে আমরা সকল কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হই এবং যখন আমরা তাঁর চরণ চিহ্নিত স্থানগুলি দর্শন করি, তখন আমাদের মন পরিপূর্ণভাবে তাঁর ভাবনায় মগ্ন হয়ে ওঠে। গর্গমুনি আমাকে বলেছেন, কৃষ্ণ ও বলরাম দুজনেই সরাসরি চিন্ময় জগৎ থেকে অবতরণ করেছেন। আর দেখ, কত সহজেই তাঁরা কংসকে, মল্লযোদ্ধাদের, কুবলয়াপীড় হাতী ও অন্যান্য বহু অসুরদের বধ করেছিলেন!"

কৃষ্ণের লীলা স্মরণ করতে করতে নন্দের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে উঠল এবং তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। ইতিমধ্যে তাঁর স্বামীর কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে গভীর পুত্র-স্নেহানুভূতি হেতু, মা যশোদার স্তনদ্বয় হতে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে থাকল এবং দুই চোখ থেকে অশ্রু-ধারা বইতে লাগল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ ও যশোদার পরমোৎকৃষ্ট অনুরাগ দর্শন করে উদ্ধব বললেন, "তোমরা দু'জনে নিঃসন্দেহে মহৎ। মানুষ আকৃতি নিয়ে পরমব্রহ্মের প্রতি যিনি শুদ্ধ প্রেম অর্জন করেছেন, তার আর কিছুই সম্পাদন করার থাকে না। কাঠের ভিতর যেমন আগুন সুপ্ত হয়ে থাকে তেমনই সকল জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণ ও বলরাম অবস্থান করেন। এই দুই ভগবান সকলকে সমভাবে দর্শন করেন, তাঁদের কোন নির্দিষ্ট বন্ধু বা শত্রু নেই। তাঁরা অহঙ্কার ও অধিকারবোধ মুক্ত। তাঁদের কোন পিতা, মাতা, স্ত্রী বা পুত্র নেই, তাঁদের জন্ম এবং জড় দেহ নেই। কেবলমাত্র চিন্ময় আনন্দ উপভোগের জন্য এবং তাঁদের সাধু ভক্তদের উদ্ধারের জন্য তাঁদের আপন মধুর ইচ্ছাক্রমে উচ্চ ও নীচ বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে তাঁরা আবির্ভূত হন।

"হে নন্দ ও যশোদা, ভগবান কৃষ্ণ কেবলমাত্র তোমাদেরই পুত্র নন, তিনি সর্বভূতের পুত্র, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের পিতা-মাতা। প্রকৃতপক্ষে, তিনি দৃষ্ট, শ্রুত, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, স্থাবর, জঙ্গম সকলেরই পরম আত্মীয়, কেউ তাঁর থেকে স্বতন্ত্র নয়।"

এইভাবে কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কথা বলে নন্দ মহারাজ ও উদ্ধব রাত্রি অতিবাহিত করলেন। তখন গোপরমণীগণ তাঁদের সকালের পূজা সম্পাদন করে মাখন মন্থন শুরু করলেন, দ্রুতগতিতে মন্থনরজ্জু আকর্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণ-মহিমা গান করছিলেন। সেই গান ও মন্থনের শব্দ আকাশে ধ্বনিত হয়ে পৃথিবীর সকল অমঙ্গল মার্জন করছিল।

সূর্য উদয় হলে গোপীরা উদ্ধবের রথটি গোষ্ঠের প্রান্তে দর্শন করলেন এবং তাঁরা ভাবলেন যে, নিশ্চয়ই অক্রূর ফিরে এসেছেন। কিন্তু ঠিক তখনই স্বয়ং উদ্ধব তাঁর প্রভাতের কর্তব্যগুলি সমাপন করে তাঁদের সামনে উপস্থিত হলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা ।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বৃষ্ণীনাম্**—বৃষ্ণি বংশীয়দের মধ্যে; **প্রবরঃ**—শ্রেষ্ঠ; **মন্ত্রী**—পরামর্শদাতা; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণের; **দয়িতঃ**—প্রিয়; **সখা**—সখা; **শিষ্যঃ**—শিষ্য; **বৃহস্পতেঃ**—দেবগুরু বৃহস্পতির; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **বুদ্ধি**—বুদ্ধিসম্পন্ন; **সৎ-তমঃ**—শ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—পরম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন উদ্ধব ছিলেন বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা, ভগবান কৃষ্ণের প্রিয় সখা এবং বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ কেন উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন, আচার্যগণ তার বিভিন্ন কারণ প্রদান করেছেন। ভগবান বৃন্দাবনবাসীদের কথা দিয়েছিলেন—*আয়াস্যে*, "আমি ফিরে আসব"। (*ভাগবত* ১০/৩৯/৩৫) পূর্ববর্তী অধ্যায়ের মধ্যেও ভগবান কৃষ্ণ নন্দ মহারাজকে কথা দিয়েছিলেন—*দ্রষ্টুম্ এষ্যামঃ*, "আমরা তোমাকে এবং মা যশোদাকে দর্শনের জন্য ফিরে আসব।" (*ভাগবত* ১০/৪৫/২৩) একই সময়ে, এত বৎসর শ্রীবসুদেব ও মা দেবকী দুঃখভোগ করার পর, তাঁদের সঙ্গে অবশেষে কিছু সময় অতিবাহিত করার তাঁর প্রতিজ্ঞাও ভগবান ভঙ্গ করতে পারেন না। সুতরাং, ভগবান তাঁর পরিবর্তে তাঁর অন্তরঙ্গ প্রতিনিধিকে বৃন্দাবনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

প্রশ্ন হতে পারে যে, কৃষ্ণ কেন নন্দ ও যশোদাকে মথুরায় তাঁকে দর্শন করার জন্য আমন্ত্রণ করলেন না? শ্রীল জীব গোস্বামীর মত অনুযায়ী, যখন তিনি বসুদেব ও দেবকীর সঙ্গে স্নেহময় ভাব বিনিময় করছিলেন তখন একই সঙ্গে, সেই একই সময়ে এবং একই স্থানে নন্দ ও যশোদার সঙ্গে কৃষ্ণের স্নেহময় ভাব বিনিময় ভগবানের লীলায় হয়ত বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করত। তাই কৃষ্ণ নন্দ ও যশোদাকে তাঁর সঙ্গে মথুরায় অবস্থান করার জন্য আমন্ত্রণ করেননি। বৃন্দাবনবাসীগণের কৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করার একটি নিজস্ব ধারা ছিল এবং মথুরার রাজকীয় পরিবেশে তাঁদের সেই অনুভূতি যথাযথভাবে নিয়মিত প্রকাশিত হতে পারত না।

এই শ্লোকে উদ্ধবকে *বুদ্ধি-সত্তমঃ* অর্থাৎ "শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, আর তাই গভীরভাবে ভগবান কৃষ্ণের বিরহ অনুভবকারী বৃন্দাবনবাসীদের তিনি দক্ষতার সঙ্গে শান্ত করেছিলেন। তারপর মথুরায় ফিরে এসে বৃষ্ণিবংশের সকল সদস্যদের কাছে উদ্ধব তাঁর দেখা বৃন্দাবনের সেই অসাধারণ শুদ্ধ প্রেমের কথা বর্ণনা করেছিলেন। নিঃসন্দেহে, গোপ ও গোপীগণ কৃষ্ণের জন্য যে প্রেম অনুভব করতেন, ভগবানের অন্যান্য ভক্তবৃন্দের অনুভূত যে কোন কিছুর থেকে তা অত্যন্ত দুর্লভ এবং সেই প্রেম বিষয়ে শ্রবণের দ্বারা সকল ভগবদ্ভক্ত তাঁদের বিশ্বাস ও ভক্তি পরিবর্ধিত করতে পারেন।

তৃতীয় স্কন্ধে ভগবান স্বয়ং যেমন বলেছেন *নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনঃ*, "উদ্ধবও আমার থেকে বিন্দুমাত্রও ভিন্ন নয়।" এতখানি কৃষ্ণসদৃশ হওয়ায় উদ্ধবই ছিলেন বৃন্দাবনে ভগবানের দৌত্য পালন করার যথার্থ ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে, *শ্রীহরিবংশে*

উল্লেখ রয়েছে যে, উদ্ধব বসুদেবের ভ্রাতা দেবভাগার পুত্র, *উদ্ধবো দেবভাগস্য মহাভাগঃ সুতোঽভবৎ*। অন্যভাবে বলতে গেলে, তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের খুড়তুতো ভাই।

শ্লোক ২

তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্তিহরো হরিঃ ॥ ২ ॥

তম্—তাঁকে; **আহ**—বলেছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রেষ্ঠম্**—তাঁর অত্যন্ত প্রিয়; **ভক্তম্**—ভক্তকে; **একান্তিনম্**—স্বতন্ত্র; **ক্বচিৎ**—কোন এক উপলক্ষ্যে; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **পাণিনা**—স্বহস্তে; **পাণিম্**—(উদ্ধবের) হাত; **প্রপন্ন**—শরণাগত জনের; **আর্তি**—দুঃখ; **হরঃ**—হরণকারী; **হরিঃ**—ভগবান হরি।

অনুবাদ

ভগবান হরি, যিনি তাঁর সকল শরণাগতজনের দুঃখ দূর করেন, তিনি একবার তাঁর পূর্ণভক্ত ও প্রিয়তম বন্ধু উদ্ধবের হাত ধারণ করে তাঁকে বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৩

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহ ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয় ॥ ৩ ॥

গচ্ছ—গমন কর; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **ব্রজম্**—ব্রজে; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **পিত্রোঃ**—পিতা-মাতাকে; **নৌ**—আমাদের; **প্রীতিম্**—প্রীতি; **আবহ**—বহন করে; **গোপীনাম্**—গোপীগণের; **মৎ**—আমার; **বিয়োগ**—বিরহজনিত; **আধিম্**—মনস্তাপের; **মৎ**—আমার থেকে নীত; **সন্দেশৈঃ**—বার্তা দ্বারা; **বিমোচয়**—নিরসন কর।

অনুবাদ

[ভগবান কৃষ্ণ বললেন—] হে সৌম্য উদ্ধব, ব্রজে গমন করে আমাদের পিতা-মাতাকে আনন্দ প্রদান কর, এবং আমার বিরহে কাতর গোপীগণকেও আমার বার্তা প্রদান করে তাদের মনস্তাপ নিরসন কর।

শ্লোক ৪

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ ।
যে ত্যক্তলোকধর্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহম্ ॥ ৪ ॥

তাঃ—তারা (গোপীগণ); **মৎ**—আমাতে মগ্ন; **মনস্কাঃ**—তাদের মন; **মৎ**—আমাতে স্থির; **প্রাণাঃ**—তাদের জীবন; **মৎ-অর্থে**—আমার জন্য; **ত্যক্ত**—পরিত্যাগ করেছে; **দৈহিকাঃ**—দেহগত স্তরের সমস্ত কিছুই; **মাম্**—আমাকে; **এব**—একমাত্র; **দয়িতম্**—তাদের প্রিয়; **প্রেষ্ঠম্**—প্রিয়তম; **আত্মানম্**—আত্মা; **মনসা গতাঃ**—মনের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে; **যে**—যে (গোপীগণ অথবা যে কেউই); **ত্যক্ত**—পরিত্যাগ করে; **লোক**—এই জগৎ; **ধর্মাঃ**—ধর্মভাব; **চ**—এবং; **মৎ-অর্থে**—আমার জন্য; **তান্**—তাদের; **বিভর্মি**—ভরণ পোষণ করি; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

এই সকল গোপীগণের মন সর্বদা আমাতে মগ্ন এবং তাদের জীবন আমাতে চির-উৎসর্গীকৃত। আমার জন্য তাদের এই জীবনে দৈহিক, ঐহিক সকল সুখই, এমনকি পরবর্তী জীবনে এরূপ সুখ লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় ধর্মীয় কর্তব্যও তারা পরিত্যাগ করেছে। আমিই একমাত্র তাদের প্রিয়তম প্রিয় এবং নিঃসন্দেহে তাদের প্রাণস্বরূপ। সুতরাং সকল অবস্থায় তাদের ভরণ পোষণের ভার আমিই গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

কেন তিনি গোপীদের কাছে একটি বিশেষ বার্তা পাঠাতে চান, এখানে ভগবান তা বর্ণনা করছেন। বৈষ্ণব আচার্যগণের মতানুসারে *দৈহিকাঃ* শব্দটি, অর্থাৎ 'দেহ সম্বন্ধীয়', পতি, পুত্র, গৃহ ইত্যাদিকে উল্লেখ করছে। গোপীরা কৃষ্ণকে এত গভীরভাবে ভালবাসতেন যে, তাঁরা আর কিছু ভাবতেনই না। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ *সাধন-ভক্তিতে* নিযুক্ত সাধারণ ভক্তদের পালন করেন, তাই তিনি অবশ্যই তাঁর পরমোন্নত ভক্তবৃন্দ গোপীগণের পালন করবেন।

শ্লোক ৫

ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ ॥ ৫ ॥

ময়ি—আমি; **তাঃ**—তাদের; **প্রেয়সাম্**—সকল প্রিয় বিষয়-সকলের মধ্যে; **প্রেষ্ঠে**—প্রিয়তম; **দূর-স্থে**—দূরে অবস্থান করায়; **গোকুল-স্ত্রিয়ঃ**—গোকুল রমণীগণ; **স্মরন্ত্যঃ**—স্মরণ করতে করতে; **অঙ্গ**—প্রিয় (উদ্ধব); **বিমুহ্যন্তি**—মূর্ছিত হয়ে; **বিরহ**—বিরহের; **ঔৎকণ্ঠ্য**—উৎকণ্ঠা দ্বারা; **বিহ্বলাঃ**—বিহ্বল হয়ে।

অনুবাদ

হে প্রিয় উদ্ধব গোকুলের এই রমণীগণের কাছে আমি পরম প্রেমাস্পদ। তাই তাঁরা যখন দূরে অবস্থিত আমাকে স্মরণ করে, তখন বিরহের উৎকণ্ঠায় তাঁরা বিহ্বল হয়ে ওঠে।

তাৎপর্য

যা কিছুই আমাদের প্রিয় তাই আমাদের অধিকারের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত, আমাদের আত্মাই আমাদের পরম প্রিয় বিষয়। তাই আমাদের আত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্তভাবে যা প্রিয় তা আমাদেরও প্রিয় হয়ে ওঠে এবং আমরা তাদের অধিকার করার চেষ্টা করি। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, এমন অসংখ্য কোটি কোটি প্রিয় বস্তুর মধ্যে সকলেরই পরম প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ, কারো নিজ প্রাণ হতেও যিনি প্রিয়। গোপীরা এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই ভগবানের প্রতি তাঁদের গভীর প্রেমবশত ভগবদ্বিরহে তাঁরা মূর্ছিত হয়েছিলেন। তাঁরা জীবন পরিত্যাগই করতেন, কিন্তু ভগবানের চিন্ময় শক্তিতে তাঁরা জীবিত ছিলেন।

শ্লোক ৬

ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন ।
প্রত্যাগমনসন্দেশৈর্বল্লব্যো মে মদাত্মিকাঃ ॥ ৬ ॥

ধারয়ন্তি—তারা ধারণ করছে; **অতি-কৃচ্ছ্রেণ**—অতিকষ্টে; **প্রায়ঃ**—প্রায়; **প্রাণান্**—তাদের জীবন; **কথঞ্চন**—কোনরকমে; **প্রতি-আগমন**—প্রত্যাগমনের; **সন্দেশৈঃ**—প্রতিশ্রুতির দ্বারা; **বল্লব্যঃ**—গোপীগণ; **মে**—আমার; **মৎ-আত্মিকাঃ**—যারা আমার প্রতি পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত।

অনুবাদ

কেবলমাত্র আমি তাদের কাছে প্রত্যাগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বলেই, আমার প্রতি পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত গোপীগণ কোনরকমে তাদের জীবন ধারণ করার জন্য সংগ্রাম করছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, বৃন্দাবনের গোপীগণ দৃশ্যতঃ বিবাহিতা হয়ে থাকলেও তাঁদের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি পরম আকর্ষণীয় গুণাবলীর সঙ্গে তাঁদের পতিদের কোনরকম সংস্পর্শ ছিল না। বরং তাঁদের পতিরা কেবল মেনে নিয়েছিলেন যে, "এঁরা আমাদের স্ত্রী।" অন্যভাবে বলতে গেলে, ভগবান কৃষ্ণের চিন্ময় শক্তি দ্বারা গোপীরা সামগ্রিকভাবে তাঁর আনন্দের জন্যই

জীবন ধারণ করেছিলেন এবং কৃষ্ণও তাঁদের প্রণয়িনীর মতোই ভালবাসতেন। প্রকৃতপক্ষে, গোপীরা কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা প্রকৃতি, তাঁর হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ এবং চিন্ময় স্তরে তাঁদের শুদ্ধ প্রেম দ্বারা তাঁরা ভগবানকে আকর্ষণ করেন।

ভগবান কৃষ্ণের বৃন্দাবনের পিতা-মাতা নন্দ মহারাজ ও মা যশোদাও কৃষ্ণের জন্য পরমোন্নত স্তরের প্রেম অর্জন করেছিলেন এবং তাঁরাও তাঁর অনুপস্থিতিতে কোন রকমে জীবন যাপন করেছিলেন মাত্র। তাই উদ্ধব তাঁদের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ প্রদান করবেন।

শ্লোক ৭

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত উদ্ধবো রাজন্ সন্দেশং ভর্তুরাদৃতঃ ।
আদায় রথমারুহ্য প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **উক্তঃ**—কথিত হয়ে; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **সন্দেশম্**—বার্তা; **ভর্তুঃ**—তাঁর প্রভুর; **আদৃতঃ**—সাদরে; **আদায়**—গ্রহণ করে; **রথম্**—তাঁর রথে; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **প্রযযৌ**—গমন করলেন; **নন্দ-গোকুলম্**—নন্দ মহারাজের গোকুলে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, ভগবান এইভাবে বললে উদ্ধব সাদরে তাঁর প্রভুর বার্তা গ্রহণ করে তাঁর রথে আরোহণ করলেন এবং নন্দ মহারাজের গোকুলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

শ্লোক ৮

প্রাপ্তো নন্দব্রজং শ্রীমান্নিম্লোচতি বিভাবসৌ ।
ছন্নযানঃ প্রবিশতাং পশূনাং খুররেণুভিঃ ॥ ৮ ॥

প্রাপ্তঃ—পৌঁছে; **নন্দ-ব্রজম্**—নন্দ মহারাজের গোষ্ঠে; **শ্রীমান্**—ভাগ্যবান (উদ্ধব); **নিম্লোচতি**—যখন অস্তাচলগত; **বিভাবসৌ**—সূর্য; **ছন্ন**—অদৃশ্য; **যানঃ**—যাঁর গমন; **প্রবিশতাম্**—যে প্রবেশ করছিল; **পশূনাম্**—পশুদের; **খুর**—খুরের; **রেণুভিঃ**—ধূলির দ্বারা।

অনুবাদ

ঠিক যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, ভাগ্যবান উদ্ধব তখন নন্দ মহারাজের গোষ্ঠে পৌঁছলেন এবং গবাদি পশুদের প্রত্যাগমনে তাদের খুরের উত্থিত ধূলিতে, তাঁর রথ অলক্ষ্যে অতিক্রান্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৯-১৩

বাসিতার্থেঽভিযুধ্যদ্ভির্নাদিতং শুশ্মিভির্বৃষৈঃ ।
ধাবন্তীভিশ্চ বাস্রাভিরুধোভারৈঃ স্ববৎসকান্ ॥ ৯ ॥
ইতস্ততো বিলঙ্ঘদ্ভির্গোবৎসৈর্মণ্ডিতং সিতৈঃ ।
গোদোহশব্দাভিরবং বেণূনাং নিঃস্বনেন চ ॥ ১০ ॥
গায়ন্তীভিশ্চ কর্মাণি শুভানি বলকৃষ্ণয়োঃ ।
সুলঙ্কৃতাভির্গোপীভির্গোপৈশ্চ সুবিরাজিতম্ ॥ ১১ ॥
অগ্ন্যর্কাতিথিগোবিপ্রপিতৃদেবার্চনান্বিতৈঃ ।
ধূপদীপৈশ্চ মাল্যৈশ্চ গোপাবাসৈর্মনোরমম্ ॥ ১২ ॥
সর্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতম্ ।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ১৩ ॥

বাসিত—ঋতুমতী গাভীদের; **অর্থে**—জন্য; **অভিযুধ্যদ্ভিঃ**—পরস্পর যুদ্ধরত; **নাদিতম্**—শব্দপূর্ণ; **শুশ্মিভিঃ**—সম্ভোগের জন্য মত্ত; **বৃষৈঃ**—বৃষসমূহ; **ধাবন্তীভিঃ**—ধাবমান; **চ**—এবং; **বাস্রাভিঃ**—গাভীসমূহ; **উধঃ**—তাদের স্তনের; **ভারৈঃ**—ভারে; **স্ব**—তাদের নিজ; **বৎসকান্**—বৎসদের; **ইতঃ ততঃ**—এখানে সেখানে; **বিলঙ্ঘদ্ভিঃ**—লম্ফদান করতে করতে; **গো-বৎসৈঃ**—গো-বৎসদের দ্বারা; **মণ্ডিতম্**—মণ্ডিত; **সিতৈঃ**—শুভ্র; **গো-দোহ**—গো-দোহনের; **শব্দ**—শব্দের দ্বারা; **অভিরবম্**—প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল; **বেণূনাম্**—বাঁশীর; **নিঃস্বনেন**—সুউচ্চ ধ্বনি দ্বারা; **চ**—এবং; **গায়ন্তীভিঃ**—যাঁরা গান করছিলেন; **চ**—এবং; **কর্মাণি**—কীর্তি সম্বন্ধে; **শুভানি**—পবিত্র; **বাল-কৃষ্ণয়োঃ**—বলরাম ও কৃষ্ণের; **সু**—সুন্দররূপে; **অলঙ্কৃতাভিঃ**—অলঙ্কৃত; **গোপীভিঃ**—গোপীগণের সঙ্গে; **গোপৈঃ**—গোপগণ; **চ**—এবং **সু-বিরাজিতম্**—সুবিরাজিত; **অগ্নি**—অগ্নির; **অর্ক**—সূর্য; **অতিথি**—অতিথি; **গো**—গাভী; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণগণ; **পিতৃ**—পূর্বপুরুষগণ; **দেব**—দেবতাগণ; **অর্চন**—অর্চনায়; **অন্বিতৈঃ**—পূর্ণ; **ধূপ**—ধূপ; **দীপৈঃ**—দীপ; **চ**—এবং; **মাল্যৈঃ**—ফুল মালায়; **চ**—ও; **গোপ-আবাসৈঃ**—গোপগণের গৃহসমূহ; **মনঃ-রমম্**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **সর্বতঃ**—সর্বতোভাবে; **পুষ্পিত**—পুষ্পিত; **বনম্**—বনের; **দ্বিজ**—পাখির; **অলি**—এবং ভ্রমরের; **কুল**—গুঞ্জনে; **নাদিতম্**—শব্দে পূর্ণ ছিল; **হংস**—হংস; **কারণ্ডব**—এক ধরনের প্রজাতির হাঁস (জলকাক); **আকীর্ণৈঃ**—সমাকীর্ণ; **পদ্ম-ষণ্ডৈঃ**—পদ্মসমূহে; **চ**—এবং; **মণ্ডিতম্**—সুশোভিত।

অনুবাদ

ঋতুমতী গাভীদের জন্য বৃষগুলির পারস্পরিক লড়াইয়ের শব্দে, নিজ নিজ বৎসদের পেছনে স্তনভারে ধাবমান গাভীদের হাম্বা রবে, শুভ্র বৎসদের ইতস্তত লম্ফপ্রদান ও গো-দোহনের শব্দে, তাদের অপূর্ব অলঙ্কৃত আভরণে গ্রামখানি যারা সুশোভিত করেছিল, সেই গোপ ও গোপীগণের কৃষ্ণ ও বলরামের পবিত্র কীর্তিগান সহ বেণুবাদনের উচ্চ নিনাদে, গোকুলের চতুর্দিক অনুরণিত হচ্ছিল। গোকুলে গোপগণের গৃহগুলি অগ্নি, সূর্য, অতিথি, গাভী, বিপ্র, পূর্বপুরুষ ও দেবতার পূজার উপচারের প্রাচুর্যে অত্যন্ত মনোরম ছিল। চতুর্দিকের পুষ্পিত বন পাখির দল ও ভ্রমরকুল দ্বারা নিনাদিত এবং হ্রদসমূহ হংস, কারণ্ডব হাঁস ও পদ্মে সুশোভিত ছিল।

তাৎপর্য

যদিও গোকুল কৃষ্ণবিরহে শোকাভিভূত ছিল, তা হলেও ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা ব্রজের সেই নির্দিষ্ট প্রকাশকে আচ্ছাদিত করেছিলেন এবং উদ্ধবকে ব্রজের সূর্যাস্তের স্বাভাবিক কোলাহল ও আনন্দ দর্শন করিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪

তমাগতং সমাগম্য কৃষ্ণস্যানুচরং প্রিয়ম্ ।
নন্দঃ প্রীতঃ পরিষ্বজ্য বাসুদেবধিয়ার্চয়ৎ ॥ ১৪ ॥

তম্—তাঁর (উদ্ধবের) **আগতম্**—আগমন; **সমাগম্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণের; **অনুচরম্**—অনুচর; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **প্রীতঃ**—প্রীত; **পরিষ্বজ্য**—আলিঙ্গন করে; **বাসুদেব-ধিয়া**—ভগবান বাসুদেবজ্ঞানে; **আর্চয়ৎ**—অর্চনা করেছিলেন।

অনুবাদ

উদ্ধব নন্দ মহারাজের গৃহে পৌঁছানো মাত্র, নন্দ তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অগ্রসর হলেন। গোপরাজ প্রীতিভরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে অভিন্ন ভগবান বাসুদেব-জ্ঞানে অর্চনা করলেন।

তাৎপর্য

উদ্ধবকে দেখতে ঠিক নন্দপুত্র কৃষ্ণের মতো লাগছিল এবং তাঁকে দর্শন করে সকলেই আনন্দ লাভ করছিল। তাই কৃষ্ণ বিরহ ভাবনায় নন্দ মগ্ন থাকলেও তিনি যখন উদ্ধবকে তাঁর গৃহের দিকে আসতে দেখলেন, তখন বাহ্য লৌকিক আচরণে তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন এবং সাগ্রহভরে তাঁর মহিমান্বিত অতিথিকে আলিঙ্গন করার জন্য অগ্রসর হলেন।

শ্লোক ১৫

ভোজিতং পরমান্নেন সংবিষ্টং কশিপৌ সুখম্ ।
গতশ্রমং পর্যপৃচ্ছৎ পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ১৫ ॥

ভোজিতম্—ভোজন করালেন; **পরম-অন্নেন**—উৎকৃষ্ট অন্ন; **সংবিষ্টম্**—আসীন করালেন; **কশিপৌ**—সুন্দর শয্যায়; **সুখম্**—সুখে; **গত**—মোচন করে; **শ্রমম্**—শ্রম; **পর্যপৃচ্ছৎ**—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; **পাদ**—তাঁর পদদ্বয়; **সংবাহন**—মর্দন দ্বারা; **আদিভিঃ**—ইত্যাদি।

অনুবাদ

উদ্ধবকে উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন করিয়ে শয্যায় সুখাসীন করে এবং পাদমর্দনাদি দ্বারা তাঁর শ্রম দূর করার পর নন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, উদ্ধব যেহেতু নন্দের ভাইপো, তাই নন্দের এক ভৃত্য উদ্ধবের পাদমর্দন করেছিল।

শ্লোক ১৬

কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখা নঃ শূরনন্দনঃ ।
আস্তে কুশল্যপত্যাদ্যৈর্যুক্তো মুক্তঃ সুহৃদ্‌ব্রতঃ ॥ ১৬ ॥

কচ্চিৎ—কি; **অঙ্গ**—প্রিয়; **মহা-ভাগ**—হে মহাভাগ; **সখা**—সখা; **নঃ**—আমাদের; **শূর-নন্দনঃ**—রাজা শূরের পুত্র (বসুদেব); **আস্তে**—জীবন যাপন; **কুশলী**—ভালভাবে; **অপত্য-আদ্যৈঃ**—তাঁর সন্তানাদি; **যুক্তঃ**—সহ; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **সুহৃৎ**—তাঁর সুহৃদগণ; **ব্রতঃ**—যে উৎসর্গীকৃত।

অনুবাদ

[নন্দ মহারাজ বললেন—] হে প্রিয় মহানুভব, এখন রাজা শূরের পুত্র বসুদেব বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সন্তানাদি এবং স্বজনবর্গের সাথে পুনর্মিলিত হয়ে ভাল আছেন তো?

শ্লোক ১৭

দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপঃ সানুগঃ স্বেন পাপ্মনা ।
সাধূনাং ধর্মশীলানাং যদূনাং দ্বেষ্টি যঃ সদা ॥ ১৭ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যক্রমে; কংসঃ—রাজা কংস; হতঃ—নিহত হয়েছে; পাপঃ—পাপপূর্ণ; স—সহ; অনুগঃ—তার অনুচর (ভ্রাতা); স্বেন—তার নিজের জন্য; পাপ্মনা—পাপময়তা; সাধূনাম্—সাধুগণের; ধর্ম-শীলানাম্—সর্বদা তাদের আচরণে ধর্মশীল; যদূনাম্—যদুগণ; দ্বেষ্টি—বিদ্বেষ পরায়ণ; যঃ—যে; সদা—সর্বদা।

অনুবাদ

সৌভাগ্যক্রমে তার স্বীয় পাপের জন্য, পাপাত্মা কংস, তার সকল ভ্রাতাসহ নিহত হয়েছে। সকল সময়েই সাধু ও ধর্মশীল যদুগণের প্রতি সে বিদ্বেষপরায়ণ ছিল।

শ্লোক ১৮

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্ ।
গোপান্ ব্রজং চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্ ॥ ১৮ ॥

অপি—কি; স্মরতি—স্মরণ করে; নঃ—আমাদের; কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণ; মাতরম্—তাঁর মাতা; সুহৃদঃ—তাঁর সুহৃদ; সখীন্—এবং প্রিয় সখাদের; গোপান্—গোপগণ; ব্রজম্—ব্রজমণ্ডল; চ—এবং; আত্ম—তিনি স্বয়ং; নাথম্—যার নাথ; গাবঃ—গোসকল; বৃন্দাবনম্—বৃন্দাবনের অরণ্য; গিরিম্—গিরি গোবর্ধন।

অনুবাদ

কৃষ্ণ কি আমাদের স্মরণ করেন? তিনি কি তাঁর মাতা, তাঁর সখা ও সুহৃদবৃন্দকে স্মরণ করেন? স্বয়ং তিনি যার নাথ সেই ব্রজমণ্ডল ও তার গোপগণকে তিনি কি স্মরণ করেন? তিনি কি গাভীদের, বৃন্দাবন অরণ্য এবং গিরি গোবর্ধনকে স্মরণ করেন?

শ্লোক ১৯

অপ্যায়াস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সকৃদীক্ষিতুম্ ।
তর্হি দ্রক্ষ্যাম তদ্বক্ত্রং সুনসং সুস্মিতেক্ষণম্ ॥ ১৯ ॥

অপি—কি; আয়াস্যতি—ফিরে আসবেন; গোবিন্দঃ—কৃষ্ণ; স্বজনান্—তাঁর স্বজনগণকে; সকৃৎ—একবার; ঈক্ষিতুম্—দর্শন করতে; তর্হি—তখন; দ্রক্ষ্যাম—আমরা দেখতে পাব; তৎ—তাঁর; বক্ত্রম্—বদন; সু-নসম্—সুন্দর নাসিকা সমন্বিত; সু—সুন্দর; স্মিত—হাস্য; ঈক্ষণম্—এবং নয়ন যুগল।

অনুবাদ

তাঁর আত্মীয়স্বজনকে দর্শন করার জন্য গোবিন্দ কি একবারের জন্যও ফিরে আসবেন? যদি তিনি কখনও তা করেন, আমরা তখন তাঁর মনোরম নয়ন যুগল, নাসিকা ও হাস্য সমন্বিত সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করতে পারব।

তাৎপর্য

এখন সেই কৃষ্ণ বৃহৎ নগরী মথুরার যুবরাজ হয়েছেন, তাই তিনি যে বৃন্দাবনের সামান্য গোপগ্রামে বাস করার জন্য ফিরে আসবেন, নন্দ তা আশা করেন না। তবুও তাঁর আশা, যে গ্রাম্য-গোষ্ঠী তাঁকে জন্ম থেকে বড় করেছে, অন্ততঃ একবারের জন্যও সেখানে কৃষ্ণ আসুন।

শ্লোক ২০

দাবাগ্নের্বাতবর্ষাচ্চ বৃষসর্পাচ্চ রক্ষিতাঃ ।
দুরত্যয়েভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা ॥ ২০ ॥

দাব-অগ্নেঃ—দাবানল থেকে; **বাত**—প্রবল বায়ু; **বর্ষাৎ**—এবং বর্ষণ; **চ**—ও; **বৃষ**—বৃষ হতে; **সর্পাৎ**—সর্প হতে; **চ**—এবং; **রক্ষিতাঃ**—রক্ষা করেছিলেন; **দুরত্যয়েভ্যঃ**—দুরতিক্রম; **মৃত্যুভ্যঃ**—মৃত্যুভয় থেকে; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **সু-মহা-আত্মনা**—সেই মহাত্মা।

অনুবাদ

আমরা দাবানল, প্রবল বায়ু ও বর্ষণ, বৃষ ও সর্প দানবসমূহ—এরকম সকল অনতিক্রম্য মৃত্যুভয় থেকে—সেই পরম মহাত্মা কৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত হয়েছিলাম।

শ্লোক ২১

স্মরতাং কৃষ্ণবীর্যাণি লীলাপাঙ্গনিরীক্ষিতম্ ।
হসিতং ভাষিতং চাঙ্গ সর্বা নঃ শিথিলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২১ ॥

স্মরতাম্—স্মরণ করতে করতে; **কৃষ্ণ-বীর্যাণি**—কৃষ্ণের শৌর্যশালী কর্ম; **লীলা**—লীলা; **অপাঙ্গ**—কটাক্ষময়; **নিরীক্ষিতম্**—তাঁর দৃষ্টিপাত; **হসিতম্**—হাস্য; **ভাষিতম্**—কথা বলা; **চ**—এবং; **অঙ্গ**—হে প্রিয় (উদ্ধব); **সর্বাঃ**—সকল; **নঃ**—আমাদের; **শিথিলাঃ**—শিথিল হয়; **ক্রিয়াঃ**—ক্রিয়া।

অনুবাদ

আমরা যখন কৃষ্ণের অপূর্ব কর্মকাণ্ড, তাঁর কটাক্ষপাত, তাঁর হাসি এবং তাঁর বাক্য স্মরণ করি, হে উদ্ধব, তখন আমাদের সকল জড় বন্ধন বিস্মৃত হই।

শ্লোক ২২

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশান্মুকুন্দপদভূষিতান্ ।
আক্রীড়ানীক্ষ্যমাণানাং মনো যাতি তদাত্মতাম্ ॥ ২২ ॥

সরিৎ—নদী; **শৈল**—পর্বত; **বন**—বনের; **উদ্দেশান্**—এবং বিভিন্ন অংশ; **মুকুন্দ**—কৃষ্ণের; **পদ**—পদদ্বয় দ্বারা; **ভূষিতান্**—অলঙ্কৃত; **আক্রীড়ান্**—তাঁর লীলাস্থলীসমূহ; **ঈক্ষ্যমাণানাম্**—দর্শন করি; **মনঃ**—মন; **যাতি**—প্রাপ্ত হয়; **তৎ-আত্মতাম্**—সম্পূর্ণভাবে তাঁরই চিন্তায় মগ্নতা।

অনুবাদ

যেখানে মুকুন্দ তাঁর ক্রীড়া-লীলা উপভোগ করেছিলেন, তাঁর পদচিহ্নশোভিত সেই নদী, পর্বত এবং অরণ্যানী আমরা যখন দর্শন করি, তখন আমাদের মন সম্পূর্ণরূপে তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ওঠে।

শ্লোক ২৩

মন্যে কৃষ্ণং চ রামং চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ ।
সুরাণাং মহদর্থায় গর্গস্য বচনং যথা ॥ ২৩ ॥

মন্যে—আমার মনে হয়; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **চ**—এবং; **রামম্**—বলরাম; **চ**—এবং; **প্রাপ্তৌ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **ইহ**—এই গ্রহে; **সুর**—দেবতাদের; **উত্তমৌ**—দুই পরম উন্নত; **সুরাণাম্**—দেবতার; **মহৎ**—মহৎ; **অর্থায়**—উদ্দেশে; **গর্গস্য**—গর্গ ঋষির; **বচনম্**—বচন; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

আমার মতে, কৃষ্ণ ও বলরাম নিশ্চয়ই দুই উন্নত দেবতা হবেন, যারা দেবতাদের কোন মহৎ ব্রত পূর্ণ করার জন্য এই গ্রহে এসেছেন। গর্গ ঋষির দ্বারাও এমনই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

শ্লোক ২৪

কংসং নাগাযুতপ্রাণং মল্লৌ গজপতিং যথা ।
অবধিষ্টাং লীলয়ৈব পশূনিব মৃগাধিপঃ ॥ ২৪ ॥

কংসম্—কংস; **নাগ**—হস্তীর; **অযুত**—দশ সহস্র; **প্রাণম্**—বলশালী; **মল্লৌ**—দুই মল্লযোদ্ধা (চাণুর ও মুষ্টিক); **গজ-পতিম্**—গজপতি (কুবলয়াপীড়); **যথা**—যেমন; **অবধিষ্টাম্**—তাঁরা দু'জনে হত্যা করেছিলেন; **লীলয়া**—অবলীলাক্রমে; **এব**—কেবল; **পশূন্**—প্রাণীদের; **ইব**—যেমন; **মৃগ-অধিপঃ**—সিংহ, পশুরাজ।

অনুবাদ

শেষ পর্যন্ত দশ সহস্র হস্তীর মতো বলশালী কংসকে, সেই মঞ্চে মল্লযোদ্ধা চাণূর ও মুষ্টিককে, এবং কুবলয়াপীড় হস্তীকে কৃষ্ণ ও বলরাম হত্যা করেছিলেন।

সিংহ যেমন সহজেই ক্ষুদ্র প্রাণীদের হত্যা করে, তাঁরাও তেমনি অবলীলাক্রমে তাদের হত্যা করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে নন্দ বলতে চেয়েছেন, "কেবল গর্গমুনিই যে এই বালকদের দিব্য বলে ঘোষণা করেছিলেন তা নয়, তাঁরা কি করেছে তাও লক্ষ্য করুন। সকলেই সেই কথা বলছে।"

শ্লোক ২৫

তালত্রয়ং মহাসারং ধনুর্যষ্টিমিবেভরাট্ ।
বভঞ্জৈকেন হস্তেন সপ্তাহমদধাদ্ গিরিম্ ॥ ২৫ ॥

তাল-ত্রয়ম্—তিনটি তাল গাছের মতো দীর্ঘ; **মহা-সারম্**—অত্যন্ত দৃঢ়; **ধনুঃ**—ধনুক; **যষ্টিম্**—যষ্টি; **ইব**—মতো; **ইভ-রাট্**—গজরাজ; **বভঞ্জ**—ভঙ্গ করলেন; **একেন**—এক; **হস্তেন**—হস্তে; **সপ্ত-অহম্**—সাত দিন ধরে; **অদধাৎ**—ধারণ করলেন; **গিরিম্**—একটি পর্বত।

অনুবাদ

গজরাজ যেমন একটি যষ্টিকে সহজেই ভঙ্গ করে, কৃষ্ণও তিনটি তাল গাছের মতো দীর্ঘ বিশাল, সুদৃঢ় ধনুক ভঙ্গ করেছিলেন। তিনি কেবলমাত্র এক হাতে একটি পর্বত সাত দিন ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

আচার্য বিশ্বনাথের মতানুসারে, একটি তাল গাছের পরিমাপ ষাট হাত বা নব্বই ফুট। তাই কৃষ্ণ যে বিশাল ধনুকটি ভঙ্গ করেছিলেন, সেটি ছিল দু'শ সত্তর ফুট দীর্ঘ।

শ্লোক ২৬

প্রলম্বো ধেনুকোঽরিষ্টস্তৃণাবর্তো বকাদয়ঃ ।
দৈত্যাঃ সুরাসুরজিতো হতা যেনেহ লীলয়া ॥ ২৬ ॥

প্রলম্বঃ ধেনুকঃ অরিষ্টঃ—প্রলম্ব, ধেনুক এবং অরিষ্ট; **তৃণাবর্তঃ**—তৃণাবর্ত; **বক-আদয়ঃ**—বক এবং অন্যান্য; **দৈত্যাঃ**—অসুর সকল; **সুর-অসুর**—দেবতা ও অসুর উভয়; **জিতঃ**—বিজয়ী; **হতাঃ**—বধ করেছিলেন; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **ইহ**—এখানে (বৃন্দাবনে); **লীলয়া**—অনায়াসে।

অনুবাদ

এখানে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও বলরাম অনায়াসেই প্রলম্ব, ধেনুক, অরিষ্ট, তৃণাবর্ত এবং বকের মতো সুরাসুর বিজয়ী অসুরদের সংহার করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

শ্রীশুক উবাচ

ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ ।
অত্যুৎকণ্ঠোঽভবত্তূষ্ণীং প্রেমপ্রসরবিহ্বলঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য**—গভীরভাবে ও বারেবারে স্মরণ করতে করতে; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণের প্রতি; **অনুরক্ত**—সম্পূর্ণরূপে অনুরাগযুক্ত; **ধীঃ**—যার মন; **অতি**—অত্যন্তরূপে; **উৎকণ্ঠঃ**—উৎকণ্ঠিত; **অভবৎ**—হওয়ায়; **তূষ্ণীম্**—মৌনভাবে; **প্রেম**—তাঁর শুদ্ধ প্রেমের; **প্রসর**—শক্তিদ্বারা; **বিহ্বলঃ**—জয় করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে গভীরভাবে কৃষ্ণকে বারংবার স্মরণ করতে করতে তাঁর মন সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হলে, নন্দ মহারাজ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত বোধ করায় মৌন হয়ে তাঁর প্রেমের শক্তি দ্বারা সেই উৎকণ্ঠা জয় করলেন।

শ্লোক ২৮

যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ ।
শৃণ্বন্ত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥ ২৮ ॥

যশোদা—মা যশোদা; **বর্ণ্যমানানি**—বর্ণিত হওয়া; **পুত্রস্য**—তাঁর পুত্রের; **চরিতানি**—চরিত্রাবলী; **চ**—এবং; **শৃণ্বন্তী**—শ্রবণ মাত্র; **অশ্রূণি**—অশ্রু; **অবাস্রাক্ষীৎ**—বর্ষণ করলেন; **স্নেহ**—স্নেহবশতঃ; **স্নুত**—আর্দ্র হয়ে উঠেছিল; **পয়োধরা**—তাঁর স্তনদ্বয়।

অনুবাদ

তাঁর পুত্রের চরিত্রাবলীর বর্ণনা শ্রবণ করা মাত্র মা যশোদা অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন এবং স্নেহবশতঃ তাঁর স্তনদ্বয় হতে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে থাকল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ মথুরা গমন করার দিন থেকেই মা যশোদাকে যদিও সহস্র নারী-পুরুষ বারম্বার সান্ত্বনা প্রদান করেছিল, কিন্তু তিনি তাঁর পুত্রের মুখমণ্ডল ব্যতীত আর কিছুই দেখতে

পাচ্ছিলেন না। তিনি অন্য প্রত্যেকের প্রতি তাঁর দুই চোখ বন্ধ রেখেছিলেন এবং অনবরত ক্রন্দন করছিলেন। তাই তিনি উদ্ধবকে চিনতে পারেননি, তাঁর সঙ্গে পিতা-মাতাসুলভ স্নেহে ব্যবহার করতে পারেননি, তাঁকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেননি বা তাঁর পুত্রের জন্য কোনও বার্তা তাঁকে প্রদান করতে পারেননি। তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণের জন্য প্রেমে অভিভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ ।
বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা ॥ ২৯ ॥

তয়োঃ—তাঁদের দুজনের; **ইত্থম্**—এরূপ; **ভগবতি**—পরম পুরুষোত্তম ভগবানের জন্য; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণ; **নন্দ-যশোদয়োঃ**—নন্দ এবং যশোদার; **বীক্ষ্য**—পরিষ্কারভাবে দর্শন করে; **অনুরাগম্**—অনুরাগ; **পরমম্**—পরম; **নন্দম্**—নন্দকে; **আহ**—বললেন; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **মুদা**—সানন্দে।

অনুবাদ

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য অনুভূত নন্দ ও যশোদার পরম অনুরাগ সুস্পষ্টভাবে দর্শন করে উদ্ধব সানন্দে নন্দ মহারাজকে বললেন।

তাৎপর্য

উদ্ধব যদি দেখতেন যে, নন্দ ও যশোদা বাস্তবিকই কষ্ট ভোগ করছেন, তবে তিনি আনন্দ প্রকাশ করতেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় স্তরে সকল আবেগই অপ্রাকৃত আনন্দ। শুদ্ধ ভক্তের মানসিক বা শারীরিক যন্ত্রণা বলতে যা বোঝায়, তা হল প্রেমময়ী আনন্দেরই আরেকটি রূপ। এই সমস্ত কিছুই উদ্ধবের সামনে সুস্পষ্টভাবে পরিদৃষ্ট হয়েছিল এবং তাই তিনি বলতে লাগলেন।

শ্লোক ৩০

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনং দেহিনামিহ মানদ ।
নারায়ণেঽখিলগুরৌ যৎ কৃতা মতিরীদৃশী ॥ ৩০ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **যুবাম্**—আপনারা দুজন; **শ্লাঘ্যতমৌ**—অত্যন্ত প্রশংসনীয়; **নূনম্**—নিশ্চিতভাবে; **দেহিনাম্**—দেহধারী জীবগণের মধ্যে; **ইহ**—এই জগতে; **মান-দ**—হে শ্রদ্ধেয়; **নারায়ণে**—ভগবান নারায়ণের জন্য; **অখিল-গুরৌ**—অখিলগুরু; **যৎ**—যেহেতু; **কৃতা**—করেছো; **মতিঃ**—মনোভাব; **ঈদৃশী**—এরূপ।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন—হে শ্রদ্ধেয় নন্দ, সমগ্র জগতের মধ্যে আপনি ও মা যশোদা নিশ্চিতভাবে পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, কারণ সকল জীবের গুরুদেব স্বরূপ ভগবান নারায়ণের প্রতি আপনারা এমন প্রেমময়ী মনোভাবের বিকাশ ঘটিয়েছেন।

তাৎপর্য

'মন্যে কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ' (আমি মনে করি কৃষ্ণ ও বলরাম নিশ্চয়ই দু'জন উন্নত দেবতা হবেন) নন্দের এই কথার দ্বারা তাঁর ভাব হৃদয়ঙ্গম করে উদ্ধব এখানে কৃষ্ণকে ভগবান নারায়ণ বলে উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৩১

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্ ।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥ ৩১ ॥

এতৌ—এই দু'জন; হি—প্রকৃতপক্ষে; বিশ্বস্য—বিশ্বের; চ—এবং; বীজ—বীজ; যোনী—এবং গর্ভ; রামঃ—শ্রীবলরাম; মুকুন্দঃ—শ্রীকৃষ্ণ; পুরুষঃ—স্রষ্টা ভগবান; প্রধানম্—তাঁর সৃষ্টির শক্তি; অন্বীয়—প্রবিষ্ট হয়ে; ভূতেষু—সকল জীবের মধ্যে; বিলক্ষণস্য—বিভ্রান্ত অথবা মনে মনে উপলব্ধি করা; জ্ঞানস্য—জ্ঞান; চ—এবং; ঈশাতে—নিয়ন্ত্রণ করে; ইমৌ—তাঁরা; পুরাণৌ—পুরাণ পুরুষ।

অনুবাদ

মুকুন্দ ও বলরাম, এই দুই ভগবান, প্রত্যেকেই বিশ্বের বীজ ও গর্ভ স্বরূপ, স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি-শক্তি। তাঁরা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে তাদের বদ্ধ চেতনা নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁরা পরম পুরাণ-পুরুষ।

তাৎপর্য

বিলক্ষণ শব্দটির অর্থ—"পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা" অথবা "বিভ্রান্ত হওয়া", এটি নির্ভর করবে কিভাবে বিষয়বস্তুর মধ্যে ষষ্ঠ উপসর্গ 'বি' হৃদয়ঙ্গম করা হবে তার উপর। উন্নত আত্মার ক্ষেত্রে *বিলক্ষণ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে "দেহ ও আত্মার মধ্যে সঠিক পার্থক্য উপলব্ধি করা" এবং তাই ভগবান কৃষ্ণ, *ঈশাতে* শব্দের দ্বারা যেমন নির্দেশ করা হয়েছে, পারমার্থিকভাবে উন্নত আত্মাকে পরিচালনা করেন। *বিলক্ষণ* শব্দটির অন্য অর্থ—"পার্থক্য বুঝতে অক্ষম" বা "বিভ্রান্ত"—পরিষ্কারভাবে তাদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যায় যারা দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য বা জীবাত্মা ও

পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে না। এই ধরনের বিভ্রান্ত জীবেরা তাদের আলয়, নিত্য চিন্ময় জগৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যায় না, বরং প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে অনিত্য গতি লাভ করে।

সকল বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে এটি উপলব্ধি করা যায় যে, এখানে শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গদান রত শ্রীরাম, বলরাম, কৃষ্ণের অংশপ্রকাশ হওয়ায় তাঁর থেকে ভিন্ন নন। ভগবান এক, যদিও তিনি নানাভাবে নিজেকে বিস্তার করে থাকেন। তাই, শ্রীবলরাম কোনভাবেই একেশ্বরবাদের নীতির সাথে আপস করেননি।

শ্লোক ৩২-৩৩

যস্মিন্ জনঃ প্রাণবিয়োগকালে
ক্ষণং সমাবেশ্য মনোঽবিশুদ্ধম্ ।
নির্হৃত্য কর্মাশয়মাশু যাতি
পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবর্ণঃ ॥ ৩২ ॥
তস্মিন্ ভবন্তাবখিলাত্মহেতৌ
নারায়ণে কারণমর্ত্যমূর্তৌ ।
ভাবং বিধত্তাং নিতরাং মহাত্মন্
কিং বাবশিষ্টং যুবয়োঃ সুকৃত্যম্ ॥ ৩৩ ॥

যস্মিন্—যাঁকে; জনঃ—জীব; প্রাণ—প্রাণ; বিয়োগ—ত্যাগের; কালে—সময়ে; ক্ষণম্—মুহূর্তের জন্য; সমাবেশ্য—নিবিষ্ট করে; মনঃ—মন; অবিশুদ্ধম্—অবিশুদ্ধ; নির্হৃত্য—সমূলে উৎপাটন করে; কর্ম—জড় কর্মফলের; আশয়ম্—সকল চিহ্নসমূহ; আশু—তৎক্ষণাৎ; যাতি—প্রাপ্ত হন; পরাম্—পরম; গতিম্—গতি; ব্রহ্ম-ময়ঃ—শুদ্ধসত্ত্বমূর্তি; অর্ক—সূর্যের মতো; বর্ণঃ—যার বর্ণ; তস্মিন্—তাঁকে; ভবন্তৌ—স্বীয়; অখিল—অখিল; আত্ম—পরমাত্মা; হেতৌ—এবং বর্তমানের কারণস্বরূপ; নারায়ণে—ভগবান নারায়ণ; কারণ—সকল বস্তুর কারণ; মর্ত্য—মনুষ্য; মূর্তৌ—রূপী; ভাবম্—শুদ্ধ প্রেম; বিধত্তাম্—প্রদান করেছেন; নিতরাম্—নিরতিশয়; মহা-আত্মন্—পরিপূর্ণরূপে; কিম্ বা—আর কি; অবশিষ্টম্—অবশিষ্ট; যুবয়োঃ—আপনাদের জন্য; সু-কৃত্যম্—পুণ্য কর্ম প্রয়োজন।

অনুবাদ

অবিশুদ্ধ স্তরের কোনও ব্যক্তিও, যদি প্রয়াণকালে তার মনকে কেবল এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর প্রতি নিবিষ্ট করে, তবে সে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ কর্মফলের সকল

চিহ্ন দগ্ধ করে সূর্যসম দ্যুতিময় শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপে পরম অপ্রাকৃত গতি লাভ করে। আপনারা দুজনে সকল স্থিতির কারণ, সকলের পরমাত্মাস্বরূপ সর্বকারণের মূল কারণ হওয়া সত্ত্বেও যাঁর মনুষ্য সদৃশ রূপ রয়েছে, সেই ভগবান নারায়ণের প্রতি নিরতিশয় অতুলনীয় প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করছেন। আর কোন্ পুণ্য কর্ম আপনাদের প্রয়োজন?

শ্লোক ৩৪

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রোর্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥ ৩৪ ॥

আগমিষ্যতি—তিনি ফিরে আসবেন; **অদীর্ঘেণ**—স্বল্প; **কালেন**—সময়ের মধ্যে; **ব্রজম্**—ব্রজে; **অচ্যুতঃ**—কৃষ্ণ, অভ্রান্ত পুরুষ; **প্রিয়ম্**—প্রীতি; **বিধাস্যতে**—তিনি প্রদান করবেন; **পিত্রোঃ**—তাঁর পিতা-মাতাকে; **ভগবান্**—ভগবান; **সাত্বতাম্**—ভক্তবৃন্দের; **পতিঃ**—প্রভু এবং রক্ষক।

অনুবাদ

ভক্তবৃন্দের নাথ, অচ্যুত কৃষ্ণ, তাঁর পিতা-মাতার প্রীতি বিধান করার জন্য শীঘ্রই ব্রজে ফিরে আসবেন।

তাৎপর্য

এখানে উদ্ধব ভগবান কৃষ্ণের বার্তা প্রদান করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৩৫

হত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্বসাত্বতাম্ ।
যদাহ বঃ সমাগত্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ ॥ ৩৫ ॥

হত্বা—হত্যা করে; **কংসম্**—কংস; **রঙ্গ**—রঙ্গস্থল; **মধ্যে**—মধ্যে; **প্রতীপম্**—শত্রু; **সর্ব-সাত্বতাম্**—সকল যদুগণের; **যৎ**—যা; **আহ**—তিনি বলেছিলেন; **বঃ**—আপনাদের; **সমাগত্য**—ফিরে এসে; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **সত্যম্**—সত্য; **করোতি**—করবেন; **তৎ**—তা।

অনুবাদ

সমস্ত যদুগণের শত্রু কংসকে মল্লভূমিতে হত্যা করার পর, ফিরে এসে আপনাদের প্রতি প্রতিজ্ঞা, কৃষ্ণ এখন নিশ্চয়ই পালন করবেন।

শ্লোক ৩৬

মা খিদ্যতং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমন্তিকে ।
অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি ॥ ৩৬ ॥

মা খিদ্যতম্—দয়া করে বিলাপ করবেন না; **মহা-ভাগৌ**—হে পরম ভাগ্যবান; **দ্রক্ষ্যথঃ**—আপনারা দর্শন করবেন; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **অন্তিকে**—নিকট ভবিষ্যতে; **অন্তঃ**—মধ্যে; **হৃদি**—অন্তর; **সঃ**—তিনি; **ভূতানাম্**—সকল জীবের; **আস্তে**—উপস্থিত; **জ্যোতিঃ**—অগ্নি; **ইব**—যেমন; **এধসি**—কাষ্ঠ মধ্যে।

অনুবাদ

হে মহাভাগে, বিলাপ করবেন না। খুব শীঘ্রই আবার আপনারা কৃষ্ণকে দর্শন করবেন। কাঠের মধ্যে যেমন অগ্নি সুপ্ত থাকে, সেইভাবে তিনিও সকল জীবের অন্তরে উপস্থিত রয়েছেন।

তাৎপর্য

উদ্ধব বুঝতে পেরেছিলেন যে, নন্দ ও যশোদা কৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত অধীর হয়ে উঠেছিলেন, আর তাই তিনি পুনরায় তাঁদের আশ্বাস প্রদান করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই আসবেন।

শ্লোক ৩৭

ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ো বাস্ত্যমানিনঃ ।
নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপি বা ॥ ৩৭ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুত; **অস্য**—তাঁর জন্য; **অস্তি**—রয়েছে; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **কশ্চিৎ**—কেউ; **ন**—নয়; **অপ্রিয়ঃ**—অপ্রিয়; **বা**—বা; **অস্তি**—রয়েছে; **অমানিনঃ**—যে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা হতে মুক্ত; **ন**—না; **উত্তমঃ**—উত্তম; **ন**—না; **অধমঃ**—অধম; **বা**—বা; **অপি**—ও; **সমানস্য**—সকলের জন্য যাঁর সমান শ্রদ্ধা আছে, তাঁর জন্য; **আসমঃ**—সম্পূর্ণরূপে সাধারণ; **অপি**—ও; **বা**—বা।

অনুবাদ

তাঁর কাছে কেউই বিশেষ প্রিয় বা অপ্রিয় নয়, উত্তম বা অধম নয় এবং তিনি কারও প্রতি অসমদর্শীও নন। তিনি অমানী, কিন্তু অন্যান্য সকলকে মান দান করেন।

শ্লোক ৩৮

ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্যা ন সুতাদয়ঃ ।
নাত্মীয়ো ন পরশ্চাপি ন দেহো জন্ম এব চ ॥ ৩৮ ॥

ন—নেই; মাতা—মাতা; ন—নেই; পিতা—পিতা; তস্য—তাঁর; ন—নেই; ভার্যা—পত্নী; ন—নেই; সুত-আদয়ঃ—পুত্র আদি; ন—কেউই; আত্মীয়ঃ—তাঁর আত্মীয়; ন—না; পরঃ—পর; চ অপি—ও; ন—নেই; দেহঃ—দেহ; জন্ম—জন্ম; এব—কিম্বা; চ—এবং।

অনুবাদ

তাঁর মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র বা অন্যান্য আত্মীয় নেই। কেউই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এবং তবুও কেউই তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। তাঁর কোন জড় দেহ নেই এবং জন্ম নেই।

শ্লোক ৩৯

ন চাস্য কর্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু ।
ক্রীড়ার্থং সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে ॥ ৩৯ ॥

ন—নেই; চ—এবং; অস্য—তাঁর; কর্ম—কর্ম; বা—বা; লোকে—এই জগতে; সৎ—শুদ্ধ; অসৎ—অশুদ্ধ; মিশ্র—অথবা মিশ্রিত; যোনিষু—গর্ভে বা প্রজাতিতে; ক্রীড়া—ক্রীড়ার; অর্থম্—জন্য; সঃ—তিনি; অপি—ও; সাধূনাম্—তাঁর সাধুভক্তগণের; পরিত্রাণায়—পরিত্রাণের জন্য; কল্পতে—আবির্ভূত হন।

অনুবাদ

এই জগতে তাঁর এমন কোন কর্ম নেই যা তাঁকে শুদ্ধ, অশুদ্ধ বা মিশ্র প্রজাতির জীবনে জন্ম লাভ করতে বাধ্য করবে। তবু তাঁর লীলা উপভোগার্থে এবং তাঁর সাধু ভক্তগণের উদ্ধারের জন্য তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন।

শ্লোক ৪০

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভজতে নির্গুণো গুণান্ ।
ক্রীড়ন্নতীতোঽপি গুণৈঃ সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ ॥ ৪০ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্ব; রজঃ—রজ; তমঃ—এবং তম; ইতি—এইভাবে পরিচিত; ভজতে—তিনি গ্রহণ করলেন; নির্গুণঃ—জড় গুণাবলীর অতীত; গুণান্—গুণসমূহ; ক্রীড়ান্—ক্রীড়া করতে করতে; অতীতঃ—চিন্ময়; অপি—যদিও; গুণৈঃ—গুণসমূহ ব্যবহার

করে; সৃজতি—তিনি সৃষ্টি করেন; অবতি—পালন করেন; হন্তি—এবং লয় করেন; অজঃ—জন্মরহিত ভগবান।

অনুবাদ

তিনি যদিও জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণের অতীত, তবু চিন্ময় ভগবান তাঁর ক্রীড়ারূপে তাদের সঙ্গ গ্রহণ করেন। এইভাবে অজ ভগবান সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য জড়া প্রকৃতির গুণসমূহকে ব্যবহার করেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম-সূত্রে (২/১/৩৪) উল্লেখ করা হয়েছে যে *'লোকবৎ লীলা-কৈবল্যম্*—অর্থাৎ, 'ভগবান এমনভাবে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাসমূহ সম্পাদন করেছেন যেন তিনি এই জগতেরই অধিবাসী ছিলেন।'

যদিও ভগবান কারো প্রতি পক্ষপাত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করেন না, আমরা তবুও এই জগতে সুখ ও দুঃখকে নিরীক্ষণ করি। *গীতায়* (১৩/২২) উল্লেখ করা হয়েছে, *কারণং গুণ-সঙ্গোঽস্য*—অর্থাৎ আমরা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণসমূহের সাথে সঙ্গ করার কামনা করে থাকি এবং তাই তার ফলাফলকেও আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে ব্যবহার করার জন্য ভগবান জড়া প্রকৃতির ক্ষেত্র প্রদান করেছেন। মূর্খ অভক্তরা তাঁর প্রকৃতিকে শোষণ করার চেষ্টার মাধ্যমে কেবলমাত্র ভগবানকে প্রবঞ্চনা করার চেষ্টাই করে না, ফলস্বরূপ তারা যখন যাতনা ভোগ করে, তখন তাদের নিজেদের ভুলের জন্য তারা ভগবানকেই দোষারোপ করে। ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণদের এমনই নির্লজ্জ অবস্থা।

শ্লোক ৪১

যথা ভ্রমরিকাদৃষ্ট্যা ভ্রাম্যতীব মহীয়তে ।
চিত্তে কর্তরি তত্রাত্মা কর্তেবাহংধিয়া স্মৃতঃ ॥ ৪১ ॥

যথা—যেমন; ভ্রমরিকা—ঘূর্ণনের জন্য; দৃষ্ট্যা—কারো দৃষ্টিতে; ভ্রাম্যতি—ঘুরছে; ইব—যেন; মহী—ভূমিতল; ঈয়তে—মনে হয়; চিত্তে—মন; কর্তরি—কর্তা হলেও; তত্র—সেখানে; আত্মা—আত্মা; কর্তা—কর্তা; ইব—যেন; অহম্-ধিয়া—অহঙ্কার বশতঃ; স্মৃতঃ—মনে করা হয়।

অনুবাদ

ঠিক যেমন ঘূর্ণনরত কোন ব্যক্তি মনে করে যে ভূমিতলও ঘুরছে, তেমনই অহঙ্কার দ্বারা প্রভাবিত কেউও মনে করে যে, সে নিজেই কর্তা, যদিও প্রকৃতপক্ষে তার মনই কেবলমাত্র কার্য করছে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর একটি সমান্তরাল ধারণা প্রদান করেছেন—যদিও আমাদের সুখ ও দুঃখ জড় গুণাবলীর সঙ্গে আমাদের নিজেদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল প্রসূত কিন্তু আমরা ভগবানকেই এইগুলির কারণরূপে মনে করি।

শ্লোক ৪২

যুবয়োরেব নৈবায়মাত্মজো ভগবান্ হরিঃ ।
সর্বেষামাত্মজো হ্যাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ ॥ ৪২ ॥

যুবয়োঃ—আপনাদের দুজনের; **এব**—কেবলমাত্র; **ন**—নয়; **এব**—বস্তুত; **অয়ম্**—তিনি; **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সর্বেষাম্**—সকলের; **আত্ম-জঃ**—পুত্র; **হি**—বস্তুত; **আত্মা**—সেই আত্মা; **পিতা**—পিতা; **মাতা**—মাতা; **সঃ**—তিনি; **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান হরি একমাত্র আপনাদেরই পুত্র নন। পরন্তু, ঈশ্বর রূপে, তিনি সকলের পুত্র, আত্মা, পিতা এবং মাতা।

শ্লোক ৪৩

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং চ ।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তু তরাং ন বাচ্যং
স এব সর্বং পরমাত্মভূতঃ ॥ ৪৩ ॥

দৃষ্টম্—দৃষ্ট; **শ্রুতম্**—শ্রুত; **ভূত**—অতীত; **ভবৎ**—বর্তমান; **ভবিষ্যৎ**—ভবিষ্যৎ; **স্থাস্নুঃ**—স্থিতিশীল; **চরিষ্ণুঃ**—গতিশীল; **মহৎ**—বৃহৎ; **অল্পকম্**—ক্ষুদ্র; **চ**—এবং; **বিনা**—ব্যতীত; **অচ্যুতাৎ**—অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ; **বস্তু**—বস্তু; **তরাম্**—মোটেও; **ন**—নন; **বাচ্যম্**—বাচ্য; **সঃ**—তিনি; **এব**—একমাত্র; **সর্বম্**—সমস্ত কিছুর; **পরম-আত্মা**—পরমাত্মারূপে; **ভূতঃ**—প্রকাশিত।

অনুবাদ

শ্রুত বা দৃষ্ট, অতীতে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে, স্থিতিশীল বা গতিশীল, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোন কিছুই ভগবান অচ্যুত ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। যেহেতু তিনি পরম-আত্মা, তাই তিনিই সমস্ত কিছু।

তাৎপর্য

নন্দ ও যশোদাকে আরও দার্শনিক স্তরে উন্নীত করে শ্রীউদ্ধব তাঁদের শোক লাঘব করছেন। তিনি বর্ণনা করছেন যে, ভগবান কৃষ্ণ যেহেতু সমস্ত কিছু এবং তিনি সমস্ত কিছুর মধ্যে রয়েছেন, তাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ সকল সময়েই তাঁর সঙ্গে রয়েছেন।

শ্লোক ৪৪

এবং নিশা সা ব্রুবতোর্ব্যতীতা
নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্ ।
গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরুপ্য দীপান্
বাস্তূন্ সমভ্যর্চ্য দধীন্যমন্থন্ ॥ ৪৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **নিশা**—রাত্রি; **সা**—সেই; **ব্রুবতোঃ**—তাঁদের উভয়ের কথোপকথনে; **ব্যতীতা**—শেষ হয়েছিল; **নন্দস্য**—নন্দ মহারাজ; **কৃষ্ণ-অনুচরস্য**—এবং কৃষ্ণের অনুচর (উদ্ধব); **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **সমুত্থায়**—নিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে; **নিরুপ্য**—প্রজ্বালিত করে; **দীপান্**—প্রদীপ; **বাস্তূন্**—বাস্তু বিগ্রহসমূহ; **সমভ্যর্চ্য**—অর্চনা করে; **দধীনি**—দধি; **অমন্থন্**—মন্থন করছিলেন।

অনুবাদ

হে রাজন, কৃষ্ণের দূত নন্দের সঙ্গে ক্রমাগত কথা বলতে বলতে, রাত্রি শেষ হয়ে এল। গোষ্ঠের রমণীগণ শয্যা হতে গাত্রোত্থান করলেন এবং প্রদীপ প্রজ্বলন করে তাঁদের বাস্তু বিগ্রহাদির অর্চনা করলেন। তারপর তাঁরা দধিকে মাখনে পরিণত করার জন্য তা মন্থন করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ৪৫

তা দীপদীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজু
রজ্জূর্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ ।
চলন্নিতম্বস্তনহারকুণ্ডল-
ত্বিষৎ কপোলারুণকুঙ্কুমাননাঃ ॥ ৪৫ ॥

তাঃ—সেই সকল রমণীগণ; **দীপ**—প্রদীপ দ্বারা; **দীপ্তৈঃ**—উদ্দীপিত; **মণি-ভিঃ**—রত্নসমূহ দ্বারা; **বিরেজুঃ**—শোভিত; **রজ্জূঃ**—মন্থন রজ্জু; **বিকর্ষৎ**—আকর্ষণ করা;

ভুজ—তাঁদের বাহুদ্বয়ের; **কঙ্কণ**—কঙ্কণসমূহের; **স্রজঃ**—শ্রেণী; **চলন্**—চালনা রত; **নিতম্ব**—তাঁদের নিতম্ব; **স্তন**—স্তন; **হার**—এবং কণ্ঠহার; **কুণ্ডল**—তাঁদের কর্ণকুণ্ডলের জন্য; **ত্বিষৎ**—প্রভায়; **কপোল**—তাঁদের গণ্ডদেশ; **অরুণ**—অরুণবর্ণের; **কুঙ্কুম**—কুঙ্কুম; **আননাঃ**—তাঁদের মুখমণ্ডল।

অনুবাদ

ব্রজরমণীরা তাঁদের কঙ্কণপূর্ণ দুই বাহু দিয়ে যখন মন্থনরজ্জু আকর্ষণ করছিলেন, তখন প্রদীপের আলোতে প্রতিফলিত তাঁদের রত্নরাজির উজ্জ্বলতায় তাঁরা শোভামণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁদের নিতম্ব, স্তন এবং কণ্ঠহারগুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল এবং অরুণ বর্ণের কুঙ্কুমে রঞ্জিত তাঁদের মুখমণ্ডল কপোলদেশের কুণ্ডল প্রভায় উদ্ভাসিত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৬

উদ্‌গায়তীনামরবিন্দলোচনং
ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ ।
দধ্নশ্চ নির্মন্থনশব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্ ॥ ৪৬ ॥

উদ্‌গায়তীনাম্—উচ্চৈঃস্বরে গান করছিলেন; **অরবিন্দ**—পদ্মসদৃশ; **লোচনম্**—(ভগবান সম্বন্ধে) যাঁর নয়নদ্বয়; **ব্রজ-অঙ্গনানাম্**—ব্রজের রমণীগণের; **দিবম্**—আকাশ; **অস্পৃশৎ**—স্পর্শ করছিল; **ধ্বনিঃ**—ধ্বনি; **দধ্নঃ**—দধি; **চ**—এবং; **নির্মন্থন**—মন্থনের; **শব্দ**—শব্দের দ্বারা; **মিশ্রিতঃ**—মিশ্রিত; **নিরস্যতে**—দূরীভূত হয়েছিল; **যেন**—যার দ্বারা; **দিশাম্**—সমস্ত দিকের; **অমঙ্গলম্**—অমঙ্গল।

অনুবাদ

ব্রজের রমণীগণ যখন উচ্চৈঃস্বরে কমল-নয়ন কৃষ্ণের মহিমা গান করছিলেন, তখন তাঁদের গান তাঁদের মন্থনের শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আকাশ স্পর্শ করেছিল এবং সমস্ত দিকের সর্ব-অমঙ্গল দূরীভূত করেছিল।

তাৎপর্য

গোপীগণ কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন ছিলেন এবং তাই তাঁর উপস্থিতি অনুভব করছিলেন। ফলতঃ তাঁরা আনন্দের সঙ্গে গান গাইতে পারছিলেন।

শ্লোক ৪৭

ভগবত্যুদিতে সূর্যে নন্দদ্বারি ব্রজৌকসঃ ।
দৃষ্ট্বা রথং শাতকৌম্ভং কস্যায়মিতি চাব্রুবন্ ॥ ৪৭ ॥

ভগবতি—ভগবান; **উদিতে**—যখন তিনি উদিত হলেন; **সূর্যে**—সূর্য; **নন্দ-দ্বারি**—নন্দ মহারাজের গৃহদ্বারে; **ব্রজ-ওকসঃ**—ব্রজবাসীগণ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **রথম্**—রথ; **শাতকৌম্ভম্**—স্বর্ণ নির্মিত; **কস্য**—কার; **অয়ম্**—এই; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—এবং; **অব্রুবন্**—তাঁরা বললেন।

অনুবাদ

যখন ভগবানতুল্য সূর্য উদিত হলেন, তখন ব্রজবাসীগণ নন্দ মহারাজের দ্বারের সম্মুখে স্বর্ণ রথটি লক্ষ্য করলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, "এই রথটি কার?"

শ্লোক ৪৮

অক্রূর আগতঃ কিম্ বা যঃ কংসস্যার্থসাধকঃ ।
যেন নীতো মধুপুরীং কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ॥ ৪৮ ॥

অক্রূরঃ—অক্রূর; **আগতঃ**—এসেছে; **কিং বা**—সম্ভবতঃ; **যঃ**—যে; **কংসস্য**—রাজা কংসের; **অর্থ**—উদ্দেশ্যের; **সাধকঃ**—পালনকারী; **যেন**—যার দ্বারা; **নীতঃ**—নিয়ে গিয়েছিল; **মধু-পুরীম্**—মথুরা নগরীতে; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **কমল**—পদ্মসদৃশ; **লোচন**—যাঁর নয়নদ্বয়।

অনুবাদ

কমলনয়ন কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গিয়ে কংসের আকাঙ্ক্ষা যে পূর্ণ করেছিল—সেই অক্রূর সম্ভবত ফিরে এসেছেন।

তাৎপর্য

গোপীগণ ক্রুদ্ধ হয়ে এই কথা বলেছিলেন।

শ্লোক ৪৯

কিং সাধয়িষ্যত্যস্মাভির্ভর্তুঃ প্রীতস্য নিষ্কৃতিম্ ।
ততঃ স্ত্রীণাং বদন্তীনামুদ্ধবোঽগাৎ কৃতাহ্নিকঃ ॥ ৪৯ ॥

কিম্—কি; **সাধয়িষ্যতি**—সে সম্পাদন করবে; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **ভর্তুঃ**—তার প্রভুর; **প্রীতস্য**—তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল যে; **নিষ্কৃতিম্**—পারলৌকিক ক্রিয়া;

ততঃ—তখন; **স্ত্রীণাম্**—স্ত্রীগণ; **বদন্তীনাম্**—তারা যখন বলাবলি করছিল; **উদ্ধবঃ**—উদ্ধব; **অগাৎ**—সেখানে উপস্থিত হলেন; **কৃত**—সমাপন করে; **অহ্নিকঃ**—তার প্রাতঃকালীন ধর্মীয় কর্তব্য।

অনুবাদ

"সে কি আমাদের মাংস দিয়ে তার সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট তার প্রভুর পিণ্ডদান করবে?" স্ত্রীগণ যখন এইভাবে বলাবলি করছিলেন, উদ্ধব তাঁর প্রাতঃকালীন কর্তব্য সমাপন করে উপস্থিত হলেন।

তাৎপর্য

অক্রূর যখন কৃষ্ণকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন গোপীদের অনুভূত তিক্ত হতাশা এই শ্লোকে অভিব্যক্ত হয়েছে। যাই হোক, অপ্রত্যাশিত অতিথি উদ্ধবকে দর্শন করে তাঁরা সানন্দে বিস্মিতই হবেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'উদ্ধবের বৃন্দাবনে আগমন' নামক ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।